

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬১ এর কৌলিক সারি নং- BR7105-4R-2। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক IR64419-3B-4-3 Ges BRR1 dhan29 এর সঙ্করায়ণের এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। জাতটি দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় চাষের উপযোগী। জাতটি ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ অধিক ফলনশীল।
- ▶ চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) এবং অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
- ▶ গাছের উচ্চতা ৯৫ সেমি।
- ▶ চালের আকার মাঝারি চিকন।
- ▶ ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১ গ্রাম।
- ▶ চালে শ্রোটিনের পরিমাণ ৮.৮%।
- ▶ চালে এম্বাইলোজের পরিমাণ ২২%।
- ▶ খোলে (Leaf sheath) ও বড় তুষের (Lemma) অগ্রভাগে
- ▶ এনথোসায়ানিন রঙ আছে এবং গর্ভমুণ্ড (Stigma) পার্পল বর্ণের।



ব্রি ধান৬১

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬১ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপরন্তু এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt sensitive stages) ৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান২৮ পারে না। এ জাতটি ব্রি ধান৪৭ এর মতো লবণ সহ্য করতে পারে তবে এর দানা মাঝারি চিকন ও শীঘ্র থেকে ধান সহজে বাধে পড়ে না।

জীবন কাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন।

ফলন

ব্রি ধান৬১ লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান২৮ এর থেকে ১.৫ টন/হে বেশি।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. বীজ তলায় বীজ বপন : অগ্রহায়ণের ২ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।
২. চারার বয়স : ৩৫-৪০ দিন।
৩. চারার সংখ্যা : প্রতি গুছিতে ২/৩টি।
৪. রোপণ দূরত্ব : ২৫ সেমি x ১৫ সেমি।
৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৯.৫	১৩.৫	১৬	১৩.৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা : খোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
৮. রোগবালাই দমন : ব্রি ধান৬১ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত।
৯. ফসল পাকা ও কাটা : ২৫ চৈত্র-২৫ বৈশাখ (১০ এপ্রিল-১০ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd